বামন্দীতে জলাবদ্ধতা নিরসন করায় প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

জেলা প্রশাসক ও উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এবং স্থানীয়দের সহযোগীতায় মাসাধিকাল ব্যাপী হাটু পানিতে ডুবে থাকা বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অর্ধশতাধিক মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে। ভুক্তভোগীরা কৃজ্ঞতা প্রকাশ করেছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের প্রতি।

গত এক মাস ধরে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছিল। বসত বাড়ির আঙ্গিনা ডুবে থাকায় স্বাভাবিক চলাচলেও ঘটছিল ব্যাঘাত। বড়দের চেয়ে বেশি বিপাকে পরিবার গুলোর শিশু সদস্যরা। ইচ্ছা করলেই ঘর থেকে নামতে পারছে না।

পানি বন্দি পরিবার গুলোর ভোগান্তি দুর করতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরির্দশন করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভুক্তভোগীর নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ভুক্তভোগীরা সহ এলাকার মানুষের সহযোগীতায় করা অর্থায়নে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাংনীতে করোনা আক্রান্ত ভ্যান চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গজারিয়া গ্রামের ভ্যান চালক করোনা আক্রান্ত সাদেক আলী (৫৬) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কোভিড ১৯ পজেটিভ অবস্থায় নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তার মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের দাফনের নিয়ম মেনে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো আট।

জানা গেছে, দুই সপ্তাহ আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সনাক্ত হন সাদেক আলী। সর্দি জ্বরসহ শারীরিক অন্যান্য অসুবিধার কারণে তিনি নমুনা দিয়েছিলেন। নিজ বাড়িতে রুম আইসোলেশন এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম শাহিন শাহনেওয়াজ বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এপর্যন্ত মেহেরপুরে করোনা পজেটিভ মৃত্যের সংখ্যা ৮ জন।

ভারতের সাথে রক্তের সম্পর্ক, চিনের সাথে অর্থনৈতিক

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক এবং চিনের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। সম্প্রতি চিন আমাদের দেশের প্রায় ৮ হাজারেরও বেশি পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য বড় পাওয়া। এনিয়ে ভারতের সাথে আমাদের সাথে সম্পর্কের কোন প্রভাব পড়বে না।

শনিবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদেও প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। স্বাধিনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগীতা রক্তের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। আগামী বচছর আমরা ৫০ বছর পুর্তি উৎসব করবো। আমাদের বিজয়, ভারতের বিজয়। আমাদের উন্নয়ন, ভারতের উন্নয়ন।

ভারতের সাথেও যেমন আমাদের বানিজ্যিক সম্পর্ক আছে তেমনি চিনের সাথেও আছে। ইতিমধ্যে চিন আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে চিন ভারত উত্তেজনায় বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়বে না। আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে কাজ করবো।

বঙ্গবন্ধুর বাকি খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিরা যারা এখনো দেশের বাইরে পলাতক আছেন তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে এই মুজিববর্ষেই বিচার করা হবে ইনশাল্লাহ। এজন্য আমরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

যেহেতু এটা অন্য দেশের উপরও নির্ভর করে তাই একটু বিলম্ব হচ্ছে। আমাদের যা যা করার আমরা সব গুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও আমরা সব প্রবাসী বাঙালীদের কাছে অনুরোধ আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানে যদি বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা লুকিয়ে থাকে তবে আমাদের তথ্য দিন। আমরা দেশে এনে বিচারের ব্যবস্থা করবো।

মেহেরপুরে স্থলবন্দর স্থাপনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনারা এটা নিয়ে আবেদন করেন, ভয়েস রেইস করেন। তাহলে এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখা যাবে।

এর আগে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন স্বস্ত্রীক মুজিবনগর পৌছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় উস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন,

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভাট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম।

পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মেহেরপুর ত্যাগ করেন।

গাংনীতে ভায়ের নির্যাতনে ভিটে ছাড়া বোন

মেহেরপুরের গাংনীতে আপন ভায়ের নির্যাতনে ঘর ছাড়া হয়েছেন বোন। প্রায় এক মাস ধরে বিভিন্ন জনের বাড়িতে থেকে দিন পার করছে ভুক্তভোগী ঐ মহিলা। অসহায় মহিলার ভাই হযরত আলী ঘরবাড়ি ভেঙে দেড় লক্ষাধীক টাকার মালামাল লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ করেছে মহিলা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আযান গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

ভুক্তভোগী ঐ মহিলা জানান, গত ৩০ বছর ধরে আমি ঐ জায়গায় বসবাস করে আসছি। আমার দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি একাই সেখানে থাকি। কিন্তু আমার অসহায়ত্বে সুযোগ নিয়ে আমার ভাই হযরত ঐ জমি দখল নেওয়ার জন্য আমাকে মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই সাথে ঘরের সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। আমার ভাই হযরত তার ছেলে সেলিম মেয়ে আম্বিয়া ও প্রতিবেশি খবির এর ছেলে ইদু।

গত বৃহস্পতিবার আমার ঘর বাড়ি ভেঙে দেয় এবং আমি যদি এই জায়গায় পা রাখি তবে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। এ বিষয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে সেখান থেকে পুলিশ এসে পরিদর্শন করে গেছে। কিন্তু আশানুরুপ কোন কিছু করেনি।

এ বিষয়ে হযরতের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের সাথে দেখা করতে রাজি হননি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এদের দুই ভাই বোনের জমিজমা নিয়ে বিরোধ বেশ কয়েক বছর ধরে। আমি প্রায় মাস পাঁচেক আগে একটি মিমাংসা করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু পরে আবার এটা নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। আমি অভিযোগ আমলে নিয়ে মামলা নিয়ে অভিযুক্ত হযরতকে আটক করে কোর্টে চালান দিয়েছিলাম। পরে ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাটি আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের মাসব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে দুস্থ অসহায় ও পথশিশুদের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঝে মাসব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

কেন্দ্রীয় যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাইনুল হোসেন খান নিখিল নির্দেশনায় শনিবার দুপুরে পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে শহরের দুস্থ অসহায়, অটোচালক ও পথশিশুদের মাঝে খাদ্য বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, সাবেক ছাত্রনেতা হিলন, সাবেক ছাত্রনেতা সবুজ মিয়া, জেলা যুবলীগের সদস্য আমানুর রহমান সোহেল, ইউনুস আলী, শেখ শারাফাত, সাইফুল ইসলাম উজ্জল, মেজবাহউদ্দিন,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর থানা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক ফয়সাল হোসেনসহ জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

পরে পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছাাও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয়।

মেপ্র/এমএফআর

একটি ঘরের প্রতীক্ষায় প্রতিবন্ধী সহিদ

আর কত গরিব, আর কত অসহায় হলে সরকারি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া যায়- তা জানা নেই বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী সহিদ মিয়ার।

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভাধীন শিশিরপাড়া গ্রামের মাঠ পাড়ার অসহায় এই মানুষটির একমাত্র মাথা গোঁজার আশ্রয়মাটির ঘরের দেয়ালখানি অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে ভেঙ্গে গেছে মাসখানেক আগে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তা মেরামত করাওসম্ভব হয়নি আজও।

মেরামত হবেই-বা কি করে, যার যেখানে নুন আনতে পানতা ফুরাবার অবস্থা সে কিভাবে ঘর মেরামত করবে? ঘরের যে দেয়ালটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই ভাঙ্গা ঘরের মধ্যেই তারা বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী বসবাস করে চলেছে।শারীরিকভাবে অক্ষম বাক প্রতিবন্ধী সহিদ মিয়ার একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হচ্ছে তার বৃদ্ধা স্ত্রী ছালে খাতুন। বৃদ্ধা স্ত্রী ছালে কখনো লোকের বাড়িতে, কখনো মাঠে গিয়ে দিন মজুরের কাজ করে যা উপার্জন করে তা দিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চলে তাদের।

উপার্জিত সামান্য এই অর্থের মধ্য হতে বৃদ্ধা স্বামী সহিদ মিয়ার চিকিৎসাও চালিয়ে যাচ্ছে সে। তাদের ঔরসজাত শুকুর আলী ও মুছা নামের দুই সন্তান থাকলেও তারা বাবা-মায়ের খোঁজ-খবর নেয় না। তারা থাকে আলাদা। তাদেরও সংসার চলে দিনমজুরের কাজ করে।

সরকারি সহযোগীতায় অনেক উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির ঘর-বাড়ি নির্মান করে দেয়া হলেও অসহায় এই পরিবারটির সহযোগীতায় কেউ আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। তাই এই মুহূর্তে সরকারী কিংবা বে-সরকারী পর্যায়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলে অসহায় এই পরিবারটি হয়তো কিছুটা হলেও আলোর মুখ দেখতে পাবে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় পৌর কমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছি এই পরিবারটিকে। এই মুহূর্তে অসহায় এই পরিবারটির জন্য ঘর নির্মাণ, একটি হুইল চেয়ার ক্রয়, খাদ্য সহায়তা জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। তিনি সাংবাদিকসহ

সকলের সহযোগীতা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ। বিপরীতে কোরবানির ঈদের আমেজে মাছের বাজারে ক্রেতা কিছুটা কম। ফলে বড় ইলিশের দামও কমেছে। মেহেরপুরের বাজারগুলোতে বড় আকারের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে ৮শ থেকে ৯শ টাকা কেজিতে। ছোটগুলোর দাম আরো কম। ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ছোট আকারের ইলিশ। অন্যান্য মাছের দাম বেশি হলেও ইলিশে খুশি ক্রেতারা।

মেহেরপুরের বড় বাজার, হোটেল বাজারসহ গ্রামের কয়েকটি হাটে ঘুরে দেখা যায় এই চিত্র। এই সপ্তাহে বাজারে বড় ইলিশের বেশ সমাগম রয়েছে। দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের ইলিশসহ ছোট-বড় ইলিশে বাজার ভরপুর।

এতে কম দামে ইলিশ কিনতে পেরে ক্রেতারা যেমন খুশি তেমনি তুলনামূলক কম মূলধন খাটিয়ে বেশি লাভ হওয়ায় বিক্রেতারাও খুশি। বড় বাজার এলাকার শামিম নামের এক ক্রেতা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বাজারে আসেনি ইলিশ, অতিবৃষ্টির কারণে নদীনালা ভরে গেলে মাছের বাজারে এসেছে নানান মাছ। যে কারণে নতুন ভাবেও কিন্তু ইলিশ এসেছে বাজারে, আগের তুলনার চাইতে এখন ইলিশের দাম কম তাই বাজারে এখন ইলিশ কেনায় ব্যস্ত সব পেশার মানুষেরা।

বাজারে মাছ কিনতে আসা হারুন-অর রশিদ বলেন, এবার বড় ইলিশ বাজারে উঠেছে বেশি। দেড় কেজি ওজনের দুইটা ইলিশ কিনলাম সাড়ে তিন হাজার টাকায়। অর্থাৎ ১২০০ টাকার কাছা কাছি। আগে এই মাপের ইলিশ কিনতে সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করতে হতো। তা ছাড়া এত বড় ইলিশ কমই পাওয়া যেত।

মাছ ব্যবসায়ী মাধব অধিকারী ও সুশাল হালদার বলেন, বাজারে প্রচুর ইলিশ আসছে। সে কারণে দাম কমেছে। ইলিশের বাড়তি সরবরাহের কারণে

অন্য মাছের দাম বেশি চাইলে ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

মেহেরপুর গড় পুকুর সংলগ্ন হালদার মৎস আড়তের ভক্ত হালদার জানান, এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০-৮৫০ টাকায়, যা কিছু দিন আগেও ছিল ১১০০-১২০০ টাকা। ৭৫০-৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৫০০-৫৫০ টাকার মধ্যে। ৫০০ গ্রামের কম ওজনের ইলিশের দর ৩৫০-৪০০ টাকার মধ্যে।

গাংনীতে সেলাই মেশিন বিতরণ

গাংনীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান ও জাতীয় পার্টি (জেপি)-জেলা সভাপতি আব্দুল হালিমসহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১০ জন উপকারভোগীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেয়া হয় ।

ভারতের সাথে রক্তের সম্পর্ক, চিনের সাথে অর্থনৈতিক –

মুজিবনগরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

এমএফ রুপক, শাকিল রেজাঃ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক এবং চিনের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। সম্প্রতি চিন আমাদের দেশের প্রায় ৮ হাজারেরও বেশি পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য বড় পাওয়া। এনিয়ে ভারতের সাথে আমাদের সাথে সম্পর্কের কোন প্রভাব পড়বে না।

শনিবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদেও প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। স্বাধিনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগীতা রক্তের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। আগামী বচছর আমরা ৫০ বছর পুর্তি উৎসব করবো। আমাদের বিজয়, ভারতের বিজয়। আমাদের উন্নয়ন, ভারতের উন্নয়ন। ভারতের সাথেও যেমন আমাদের বানিজ্যিক সম্পর্ক আছে তেমনি চিনের সাথেও আছে। ইতিমধ্যে চিন আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে চিন ভারত উত্তেজনায় বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়বে না। আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে কাজ করবো।

বঙ্গবন্ধুর বাকি খুনিদেও দেশে ফিরিয়ে আনার বিসয়তে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিরা যারা এখনো দেশের বাইরে পলাতক আছেন তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে এই মুজিববর্ষেই বিচার করা হবে ইনশাল্লাহ। এজন্য আমরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যেহেতু এটা অন্য দেশের উপরও নির্ভর করে তাই একটু বিলম্ব হচ্ছে। আমাদের যা যা করার আমরা সব গুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও আমরা সব প্রবাসী বাঙালীদের কাছে অনুরোধ আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানে যদি বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা লুকিয়ে থাকে তবে আমাদের তথ্য দিন। আমরা দেশে এনে বিচারের ব্যবস্থা করবো।
মেহেরপুরে স্থলবন্দর স্থাপনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনারা এটা নিয়ে আবেদন করেন, ভয়েস রেইস করেন। তাহলে এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখা যাবে।

এর আগে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন স্বস্ত্রীক মুজিবনগর পৌছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি

ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় উস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভাট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম।

পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মেহেরপুর ত্যাগ করেন।

মুজিবনগরে বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে সেলাই মেশিন বিতরণ

“বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক” মুজিবনগরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা’র ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১২টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা অডিটোরিয়াম এ মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে ১০ জন মহিলার মাঝে ১০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করেন।

এসময় উপজেলা তথ্যআপা তানিয়া খন্দকার উপস্হিত ছিলেন।